ছিঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ছিঃ দুর্বৃত্ত পুলিশি সরকার!

যেহেতু আমরা এখন অন্ধকারের যুগে বাস করছি বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে তাই রাষ্ট্রীয় পীড়ন ও সরকারের সীমাহীন স্বেচ্ছাচারিতা সময় দাবি করছে এটা আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগ এই রাষ্ট্রে। এই ভূখণ্ডে এখন চলছে বর্বরতা বীভৎসতা লোলুপতা এবং হিংসা জোর আর জুলুমের নির্যাতন আর নিপীড়নের উন্মত্ততা। তাই এখন সর্বত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে দ্বৈত শাসনের যাতাকলে এখানে এখন শুধু প্রতিনিয়ত জীবন বিপন্ন হচ্ছে না, বিপন্ন এখানে স্বাধীনতা; মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বাধীনতা–এমনকি বিবেকের স্বাধীনতাও আজ এখানে রুদ্ধ। তাই এখানেই প্রিয় বাংলাদেশে বর্তমান সময়ে যারা বসবাস করছি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে কেবলই বিস্ময়! এক কঠিন বিপন্ন বিস্ময়ের মধ্যদিয়ে অতিক্রম করে চলেছি আমরা আমাদের বর্তমানকে, হয়তো ভবিষ্যৎকেও। হয়তো ২০০১-এর ১ অক্টোবরের নির্বাচন আমাদের জন্য বিস্ময় সৃষ্টিতে নির্ধারণ করা ছিল। কারণ এই নির্বাচনের মধ্যদিয়ে ক্ষমতায় আসীন হয়েছে মানবতার শত্রুরা, স্বাধীনতার শত্রুরা গণতন্ত্রের শত্রুরা, তখনই আমাদের নিয়তি নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল ভবিষ্যৎ আমাদের কোন শাসন, কোন সেবা উপহার দেবে।

মধ্যরাতের শাসনের কথা বলতে হচ্ছে যে, সত্যকে ধারণ করে তা হচ্ছে ২৩ জুলাই গভীর রাতে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নারকীয় পুলিশি তাণ্ডব (!) পুলিশকে মানুষ ভাবা অনেক পূর্বেই ছেড়ে দিয়েছে ভুক্তভোগীরা।

রাষ্ট্রের আইনশৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়োজিত যে বাহিনী সেই বাহিনী এখন সরকারি সন্ত্রাসীতে রূপলাভ করেছে। এর পরিণতি আমরা প্রত্যক্ষ করেছি বার বার। ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই প্রথম মানবতা বিরোধী মৌলবাদী জোট সরকারের আমলে মধ্যরাতের পুলিশি তাণ্ডবে ছাত্রী হলে সকল সভ্যতা ও বিবেকের বিসর্জন ঘটেছে। শামসুন্নাহার হলে যে বর্বরতা চালিয়েছে বর্তমান ঘৃণ্য প্রশাসন ও তাদের অনুগতরা, পশুরা তা আমাদের সভ্যজাতির পরিচয়ের সংকট সৃষ্টি করেছে। সরকার দলীয় প্রশাসনের অংশ বিশেষ যারা পদ এবং পদবির লোভতুর আর তাদের সহযোগী চাঁদাবাজি কতিপয় ছাত্রী নামের কলঙ্ক ছাত্রদলীয় নেতৃবৃন্দ। এদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য লুসি, শান্তা, শাহনাজ, মেরিনা প্রমুখ। এদের ছাত্রিত্ব ইতিপূর্বে শেষ হয়ে গিয়েছে বলেই প্রকাশ। তারপরও এরা অন্যায় প্রভাব খাটিয়ে সরকারি দলের লেজুরবৃত্তি করে অবৈধভাবে হলে থাকার, রুম দখল রাখার এবং সর্বোপরি কর্তৃত্ব পরায়ণের প্রচেষ্টায় লিপ্ত। এই ছাত্রী সন্ত্রাসীরা শুধু প্রক্টর সমর্থন প্রাপ্তই নন এরা ভিসিরও অনুগ্রহ ভাজন। শামসুন্নাহার হলে যখন অবাঞ্ছিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত পুলিশি তাণ্ডব চলে তখন এরা হকিস্টিক নিয়ে পুলিশের সঙ্গে যোগ দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধাচারণকারী ছাত্রীদের শায়েস্তা করতে। লুসি ও শান্তা ঘটনার রাতে ছাত্রী সেলিনা ও নাজনীনকে বেদম পিটিয়েছে আর পুলিশদেরকে দেখিয়ে দিয়েছে অন্য ছাত্রীদের পেটানোর জন্য ও গ্রেপ্তারের জন্য। হায়রে শিক্ষা! হায়রে জ্ঞান! হায়রে বিবেক! হায়রে আলো! সবই কি নির্বাসিত হলো?

কোথায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, কোথায় হলের দায়িত্বপ্রাপ্ত পদলোভী প্রক্টর, প্রভোস্ট সকলেই কি নির্বিকার! তাদের করণীয় কি কিছুই ছিল না?

যখন সকল বর্বরত। বীভৎসতা লাঞ্ছনা শেষ হলো সন্ত্রাসী পুলিশের ও আছাত্র ক্যাডারদের তখন এই ছাত্রদল নেত্রীরা মান্যবর ভিসি সাহেলের আশ্রয় ও প্রশ্রয়ে তারই আবাসনে কাটিয়েছেন তাদের কৃত বিজয়ের আনন্দের গর্বিত সময়! আবার এই ঘটনার পরো কতোটা প্রশাসনের আশীর্বাদ ও সহযোগিতা পেলে সাহসিকতার সঙ্গে তারা-নিশি যাপন করতে পারেন নিশ্চিন্তে পরের দিনগুলোতে! সেই শামসুন্নাহার হলেই? শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে নয়, বাংলাদেশের ইতিহাসে এমন ঘটনার দৃষ্টান্ত নেই। যে মহীয়ষী মহিলার নাম ধারণ করে আছে এই ছাত্রী হলটি–এ কলঙ্কের কালিমা কি তাকেও স্পর্শ করেনি?

শিক্ষকরা যদি তাদের মানবিক কর্তব্য থেকে বিবেকের দায়বদ্ধতা থেকে নিজেদের নির্বাসিত করেন। তারা যদি পুরোপুরি সুবিধাবাদী ও নীতিহীনতায় আচ্ছন্ন হয়ে যান তবে জ্ঞান ও আলোদানে তারা কতোটুকু সচেষ্ট ও সম্পৃক্ত হতে পারবেন? যদি উচ্চ নৈতিকতা সুকুমারবৃত্তির চর্চা শিক্ষকদের মধ্যে না থাকে তবে শিক্ষার্থীরা তাদের কাছ থেকে কি শিক্ষা নেবে? শিক্ষকতা পেশায় যা একেবারেই কাম্য নয়। তারপর দেশের সেরা এবং সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে তো তা কাম্য হতেই পারে না। শিক্ষাক ও পুলিশ তো এক নয়, এক হতেও পারে না। শিক্ষকদের শিক্ষা, অভিজ্ঞান-নৈতিকতা, সৃজনশীলতা বিচক্ষণতা-কর্তব্যপরায়ণতা প্রবাদের মতো স্বীকৃত হয়ে আছে। (অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে)।

মধ্যরাতে ছাত্রী হলের ছাত্রীদের যে নির্লজ্জভাবে পেটানো, লাঞ্ছিত, অকথ্য ভাষায় গালাগাল করা হলো পুলিশি এই তাণ্ডবে যখন গোটা সমাজ বিস্মিত। তখন অবাক বিস্ময়ে সকলকে এও দেখাতে হলো যে, এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে-এর যথাযথ বিচার দাবি করতে গিয়ে আবার সেই পুলিশ বাহিনীই তাদের পেটাচ্ছে, তাড়াচ্ছে, গ্রেপ্তার করছে। কোনো সভ্য দেশে এমন আচরণ চিন্তা করা যায়? জুলুম অন্যায় এবং নির্যাতনের প্রতিবাদও করা যাবে না–সে অধিকারও তাদের নেই। অথচ এই নাগরিকদের দেওয়া করে এবং অর্থে এই পুলিশ লালিত হচ্ছে। এদেশে তা পারে; কারণ এদেশে এখন চলছে পুলিশি শাসন, তালেবানি শাসন, অন্ধকারের শাসন। আইনের শাসন জবাবদিহিতার শাসন এদেশ থেকে এখন নির্বাসিত। কারণ ব্রুট মেজরিটির শাসনে আইনের শাসনের জবাবদিহিতার প্রয়োজন পড়ে না। তাই এই দেশে স্বেচ্ছাচারিতার শাসন চলছে। আর এই স্বেচ্ছারিতার শাসনে যা কিছু তা করা যায়, সকল বিরুদ্ধবাদীদের ওপর এটাই এই জোট সরকারের উপলব্ধি।

যে ভিসি নিজের দীর্ঘদিনের সহকর্মীকে বৈধভাবে নির্বাচিত ভিসিকে অবৈধভাবে অন্যায়ভাবে অপসারণের চক্রান্তে জড়িত হয়ে পড়ে এবং নিজে সেই পদে আসীন হতে নির্লজ্জের মতো মধ্যরাতে সকল ভব্যতা শিষ্টাচার, সৌজন্য, চক্ষুলজ্জা সহমর্মিতা পরিত্যাগ করে মুহূর্তে একজন নীচ ও বিকৃত মানুষে পরিণত হয়ে সন্ত্রাসী পরিবেষ্টিত হয়ে তার পূর্বতন সহকর্মীর পদ ও রুম ছেড়ে যাওয়ার আগেই সেই পদে উপনীত হয়। সেই ভিসি যে নিজ স্বার্থে তার দলীয় রাজনীতির স্বার্থে এমন কোনো অন্যায় কাজ নেই যার প্রশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতা সে না দেবে এটা স্বভাবতই উপলব্ধি করা যায়। এবং এর ধারাবাহিকতাই এই মধ্যরাতের তাণ্ডব ঘটেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবময় ইতিহাসকে ম্লান করে। মধ্যরাতেই পাকিস্তানি মানস সরকারের একটি উল্লেখ্যযোগ্য ও প্রিয় সময় আপাত দৃষ্টিতে তাই মনে হচ্ছে। কারণ মধ্যরাতেই এই সরকারের উত্থানে সালসা নির্বাচন এই উত্থানের পথ তৈরি করে দিয়েছে। যদিও মোনাফেকদের বিচার প্রকৃতি নির্মমভাবে করে। শুধু সময়ের অপেক্ষা ইতিহাস তো সে শিক্ষাই দিচ্ছে।

তবুও দলীয়করণের সকল প্রচেষ্টা সর্বত্র বাস্তবায়নের এটাই যেন মোক্ষম সুযোগ, এই সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না কোনোভাবেই। কারণ এরা সন্দেহ ও ষড়যন্ত্রপ্রবণ– এটা তাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। মিথ্যা, শঠতা ও দুর্নাম রটাতে এবং বলাতে এদের জুড়ি নেই। যেমনটা সরকারদলীয় ভিসি অনায়াসে করেছেন!

দিদার হাসান
তেজকুনীপাড়া, ঢাকা।